স্বদেশ-সঙ্গীত।

सं गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानतां।

ऋग्वेदसंहिता, १९१सूक्तम्, २ ऋक्।

স্বদেশ সেবক সম্প্রদায়ের

জন্য সঙ্কলিত।

স্বদেশ-সঙ্গীত।

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।

ঋগ্বেদসংহিতা, ১৯১ সূক্তম্, ২ ঋক্।

স্ব[illegible]বক-সম্প্রদায়ের জন্য সঙ্কলিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

ভবানীপুর ১৬৩ নং কালীঘাট রোড, পার্থিব-যন্ত্রে
শ্রীনীরদ বরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন।

প্রায় একমাস অতীত হইল,—রেল-পথে গমন করিতে করিতে আমি হিতবাদীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের রচিত কয়েকটী গান একজন সুকণ্ঠ গায়কের মুখে শুনিয়া বড়ই বিচলিত হই। সঙ্গীতগুলি যে ভাবে আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল, সেই ভাবের উদ্দীপনা সর্ব্বত্র বাঞ্ছনীয় বোধে আমি স্বদেশসেবক গায়ক সম্প্রদায়ের ব্যবহারার্থ এই পুস্তকের সঙ্কলন করিলাম। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের পরামর্শক্রমে এতন্মধ্যে অনেক বঙ্গীয় কবির স্বদেশানুরাগোদ্দীপক পদাবলী সুর তালের নির্দ্দেশ সহ সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। কতক-গুলি গান কবিত্ব গুণে, কতকগুলি প্রণেতাদিগের গৌরব গুণে ও অপর কতকগুলি প্রচলনাধিক্য বশতঃ এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। কোন সঙ্গীত পরিশোধিত, পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত বা অসম্পূর্ণ অবস্থায় সন্নিবিষ্ট করা [illegible]। মিউ-জিক ডক্টর শ্রীমন্মহারাজ সার শৌরীন্দ্রমোহন [illegible]হোদয়ের ভূতপূর্ব্ব সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সেতার শিক্ষক ও অন্যতম অধ্যক্ষ বাবু রাইচরণ মুখোপাধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট সুরে কতকগুলি সঙ্গীত বিরচিত, অবশিষ্ট গুলিও তিনি তান লয় শুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এজন্য এস্থলে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে এই সঙ্কলনের সমাদর হইলে শ্রম সার্থক বোধ করিব।

কলিকাতা।
৩রা আশ্বিন ১৩১২ সাল। } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

ত্রিশবৎসর কাল যিনি দেশের উন্নতিকল্পে অকাতরে
পরিশ্রম করিয়া বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়া
আসিতেছেন, যাঁহার হৃদয়ের বল, শিক্ষার
উৎকর্ষ, চিত্তের একাগ্রতা, শক্তি
ও সামর্থ্য, সমস্তই স্বদেশ-
সেবা ব্রতে উৎসর্গী-
কৃত, সেই
দেশের অগ্রণী

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের নামে
এই
স্বদেশ-সঙ্গীত
উৎসর্গীকৃত
হইল।

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ॥
সমানো মংত্র সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং
সমানং মংত্রমভিমংত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।
সমানী ব আকূতি সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

তোমরা সকলে একত্র মিলিত হও, এক বাক্য উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন ও মত এক হউক, পূর্ব্বে দেবগণ এইরূপ একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন।

ইহাদিগের মন্ত্র এক, সমিতি এক, হৃদয় এক, চিত্ত সমান। সমান মন্ত্রে ইহারা অভিমন্ত্রিত। তোমাদিগকে সমান হবিঃ-সংযোগে আমি হুত করিতেছি।

তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, মন এক হউক এবং তোমরা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বত্র [illegible] লাভ কর।

ঋগ্‌বেদ সংহিতা দশম মণ্ডল ১৯১ সূক্ত।
সংবনন ঋষি, সংজ্ঞান দেবতা
যথাক্রমে অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ্‌ ও অনুষ্টুপছন্দঃ

সূচি-পত্র।

সঙ্গীতকারদিগের তালিকা।

(অকারাদি বর্ণ ক্রমে বিন্যস্ত)

অমৃতলাল বসু।
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
উপেন্দ্রনাথ দাস।
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ
কালীপ্রসন্ন ঘোষ।
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
গোবিন্দচন্দ্র রায়।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
দীনবন্ধু মিত্র।
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
নবগোপাল মিত্র।
নবীনচন্দ্র সেন।
প্রমথনাথ রায় চৌধুরী।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
মধুসূদন দত্ত (মাইকেল)।
মনোমোহন বসু।
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
রাজকৃষ্ণ রায়।
রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)।
শিবনাথ শাস্ত্রী।
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীগণপতি কাব্যতীর্থ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

স্বদেশ-সঙ্গীত।

(১)

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং, সুফলাং, মলয়জ শীতলাং, শস্যশ্যামলাং, মাতরম্।

শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্,
সুহাসিনীং, সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে ?

বহুবলধারিণীং, নমামি তারিণীং, রিপুদলবারিণীং মাতরম্

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ;—
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,
কমলা-কমলদল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বাং।

নমামি কমলাং, অমলাং, অতুলাং, সুজলাং, সুফলাং, মাতরম্,
বন্দে মাতরম্।

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(২)

(প্রসাদী সুর)

৺

এস দেশের অভাব ঘুচাও দেশে।
সবার, আহার বিহার বিলাস বেশে ॥
দেখ দেখি, মীলে আঁখি, যত ভিন্ন দেশী এসে,
দেশের যা ছিল ধন কচ্চে হরণ, জাহাজভরে এক নিমেষে ॥
গৃহ ধনধান্যে ভরা, আমরা মজি নিজের দোষে।
আমরা, কিছুই নাপাই, হেলায় হারাই নয়নজলে বেড়াই ভেসে॥
সকল কাজেই বিজ্ঞ সাজি, অনভিজ্ঞ ধল্লে ঠেসে।
আসে ত্যাগ স্বীকারের নামেই বিকার, দংশে যেন আশীবিষে
বসন ভূষণ, যা প্রয়োজন, পান ভোজন নয় আত্মবশে !
যেমন বাসা থাকতে বাবুই ভিজে, নিজের উপায় দেখেনা সে॥
ধূতি চাদর ম্যাঞ্চেষ্টারের চেয়ে দেখ্ সব সর্ব্বনেশে।
ভরে, জাহাজগুলো তোদেরতুলো তোরাই কিনিস্ সেইজিনিষে॥
যাদের তুলো তাদের দিয়ে লাভ নিয়ে যায় সব বিদেশে।
আমরা অলস হয়ে চেয়ে আছি বিদেশবাসীর দয়ার আশে॥
লজ্জা বারণ শীতের দমন, রেশন পশম পাট কাপাসে।
বল, কিসের কসুর, খাবার প্রচুর, কি না ফলে ক্ষেতের চাষে
মাছ মাংস ফল, আছে সকল, সব পাওয়া যায় বিনা ক্লেশে
নদী সরোবরে স্নিগ্ধ করে, মিষ্ট জলে তৃষ্ণা নাশে॥
গুড় চিনি আর মধু ফেলি লোফ সুগারের মজি রসে !

আছে গোয়াল পোরা বোকনা গাভী,কৌটাতে দুধ তবু আসে
বিশকোটী শ্রমজীবী হেতা, পশু পুষ্ট মাঠের ঘাসে।
লোকে অল্পে তুষ্ট, সহে কষ্ট, বাঁকায় না মুখ অসন্তোষে
তবু কেন ভিক্ষা করি বিদেশবাসীর দ্বারদেশে ?
কেবল স্বভাব দোষে অভাব ভাবি, নাহি দেখি কি হয় কিসে
কাঞ্চন বিলায় দিয়ে, কাচ খুঁজি হায় পরের বাসে।
পরে. নাহি দিলে, মুখে তুলে, দিন কেটে যায় উপবাসে॥
দিয়ে, সোনা হীরের খনি আমদানি কাচ রাঙ্গতা সীসে।
যত, বিদেশবাসী নেযায় শস্য, আমরা আছি সমান বসে
চারিদিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করে যাও আবেগ বশে।
সবে করিলে পণ অধঃপতন, হবে দমন অনায়াসে।
নিজের বলে হওনা বলি আসিবে অরি কোন সাহসে ?
যখন ঘরের পেলে কার্য্য চলে, কেন যাবে পরের পাশে॥
হ'য়ে যদি লুপ্ত শক্তি সুপ্ত থাক নিদ্রাবেশে।
জেনো, সবার দুঃখে অধোমুখে শিয়াল কুকুর কাঁদবে শেষে॥
আশার আলো. সামনে জ্বাল, তুচ্ছ ভাব ভোগ বিলাসে।
আজি, কয় বিশারদ, যাবে বিপদ হতাশবাণী উড়াও হেসে॥

(৩)

(বাউলের সুর)

ভাই সব দেখ চেয়ে, বাজার ছেয়ে
আসছেছে মাল বিদেশ হতে
আমাদের বেচা কেনা পাওনা দেনা
অভাব মোচন পরের হাতে॥

আমাদের পিতল কাঁসা ছিল খাসা
কাজ চালাতেম কলার পাতে
এখন এনামেলে, মাথা খে'লে
কলাই করার ব্যবসাতে
এখানে পরেশ পাথর পায়না আদর
চটা উঠছে পেয়ালাতে।
যত ঠুন্‌কো পলকা দরে হালকা
দ্বিগুণ মূল্য পালটে নিতে॥
ঘরে, নাইকো আহার বেশের বাহার
যাহার তাহার ঘাটে পথে।
হায়রে নিজের দেশে যায়না অভাব
অশন বসন সব বিলাতে
ছেড়ে পরের ঠাকুর ঘরের কুকুর
ইচ্ছাকরে মাথায় নিতে।
বিশারদ, ছাড়তে নারে কেঁদে মরে,
কার্য্য সারে কোন মতে।

(৪)

কালাংড়া—কাওয়ালি।

(আস্থায়ী)

নয়ন মুদিত মোহে ঘুমঘোরে অচেতন।
সহসা কেমনে আজি করি আঁখি উন্মীলন॥

(অন্তরা)

অলস অবশ অঙ্গ হবে না এ মোহ ভঙ্গ

কে যেন, স্বপনে শুনি, করিতেছে আবাহন।

(সঞ্চারী)

আঁধারে আবৃত বিশ্ব, অবনী না হয় দৃশ্য

"জাগ জাগ দেখ চেয়ে"—কে বলিছে অই—

(আভোগ)

কেন মা জনমভূমি অবোধে জাগালে তুমি

ছিন্ন ভিন্ন কুসন্তানে কেন কর সম্ভাষণ ॥

(সঞ্চারী)

স্বপনে শুনিয়া স্বর শিহরিল কলেবর

শিরায় শোণিত ধারা—বহিল আবার—

(আভোগ)

ঘুমের এ ঘোর হ'তে জাগাইলে যদি সুতে

শক্তি দেহ সুপ্ত দেহে কর মৃত-সঞ্জীবন ॥

---

(৫)

(বাউলের সুর)

অই যে জগৎ জাগে।

স্বদেশ অনুরাগে ॥

কে আর, ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গভিন্ন

নিদ্রামগ্ন দিবাভাগে ॥

ভাঙ্গবে না কি এ কাল নিদ্রা
রইবে এ ভাব যুগে যুগে ?
পেয়ে পরের প্রসাদ, যায় কি বিষাদ
এ অবসাদ কোন বিরাগে ?
থাকতে অঙ্গ পঙ্গু, বঙ্গ
দাগা বুলায় পরের দাগে।
করে গৃহ শূন্য পরের জন্য
লক্ষ্মীর পুত্র ভিক্ষা মাগে॥
স্নিগ্ধ কত্তে দগ্ধ উদর
গোলামী চায় সবার আগে।
সদা গোরার দুপায় তৈল যোগায়
তাও বাঙ্গালীর ভাল লাগে!
আর কি কারণ জীবন ধারণ
প্রাণ ধরে ত কুকুর ছাগে।
যদি দেশের দশা এমনি থাকে
বিলম্ব কি তনুত্যাগে ?
দেশের শিল্পে জলাঞ্জলি
ভেকের ভোজ্য যোগায় নাগে!
বলে ব্যবসা অবাধ নাই কো বিবাদ
কতই দ্রব্য দেয় সোহাগে॥
পরের পদে তোষামদে
মর্ম্মব্যথা কর্ম্মভোগে।

বল, কোন্ দেশের আর দশা এমন
জীবন ধারণ যোগে যাগে ॥
এই বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে
আমরা অন্ধ নেত্র-রোগে।
ও তাই আশার পথে যেতে নারি
আর সকলে চল্‌চে বেগে ॥
সমুন্নত সর্ব্বজাতি
আমরা কেবল অধোভাগে।
এবার মন্ত্র সাধন করেছি পণ
ছাড়বোনা তা প্রাণ বিয়োগে ॥
প্রাণে যখন আবেগ আসে
শত্রু ভাবে "হুজুগ চাগে"
বিশারদ কয় সেই ত সময়
কার্য্য সার সেই সুযোগে ॥

---

(৬)

ললিত-যৎ।

এই দ্বারদেশে এসেছে ভিখারী
কহ কৃপা করি কি দিবে তাহায়।
স্বদেশ-সেবক এ সব যাচক
বঞ্চিত করোনা করুণা কণায় ॥
ভ্রমে ভিক্ষা করি এ সব পথিক

ধন রত্ন আশে আসেনি সকাশে
তুষ্ট হবে তব সুমিষ্ট কথায়॥
শক্তি অনুসারে পূরাইও সাধ
নাহি ঘটে যেন হরিষে বিষাদ
বড় আশা করে আসিয়াছে দ্বারে
করিলে হতাশ যাইবে কোথায়?
তব দেশবাসী এ যাচকগণ
নগরে নগরে করিবে ভ্রমণ
পূরালে বাসনা বিফল হবেনা
হইও সুজন সুপথে সহায়॥
চারু কারু কার্য্য তব পরিজ্ঞাত
স্বদেশ সম্ভূত শিল্প কৃষিজাত
সে সব সন্ধান করিলে প্রদান
করিবে প্রচার তোমারি কৃপায়॥
প্রতিবেশী শিল্পী যদি কেহ থাকে
কহ কি উপায়ে পালিবে তাহাকে
কি ধন সেজন করে উপার্জ্জন
কিসে পারিবে সে প্রতিযোগিতায়॥
এই ভিক্ষা চাই সদনে তোমার
স্বদেশের বস্তু কর ব্যবহার
বিদেশীয় কিছু করোনা গ্রহণ
যদি তুল্য তার দেশে পাওয়া যায়।

বলে বিশারদ এই ভিক্ষা দাও
করোনা বিমুখ মুখ তুলে চাও
স্বদেশের ধন স্বদেশে রক্ষণ
না করিলে বল কি হবে উপায় ॥

---

(৭)

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

চলেছে জাহ্নবী সাগর সন্ধানে
কলকল রবে তরঙ্গ তুলিয়া।
মৃদুল হিল্লোলে জলবিম্ব জলে
হের মিশে চলে হেলিয়া দুলিয়া ॥
কাঞ্চন শৃঙ্গের তুষার মণ্ডিত
তরুণ অরুণ সুরাগে রঞ্জিত
শিরোদেশ হতে যেন অবনীতে
আসিছে ত্বরিতে আপনা ভুলিয়া।
পদ্মার তরঙ্গে ভাসাইয়া বঙ্গে
নদ স্রোতস্বতী সবে লয়ে সঙ্গে
নেত্রনীর হয়ে বঙ্গ বক্ষ বয়ে
দুঃখ সাগরেতে পড়ে উছলিয়া।
পারে না জাগাতে সুপ্ত বঙ্গসুতে
মোহাচ্ছন্ন তারা অযুক্তে অযুক্তে

তাই অভিমানে কাঁদে অনিবার
অকূল পাথারে মুখ লুকাইয়া।
কবে গো জাহ্নবি! জাগিবে আবার
করি স্পন্দহীনে চৈতন্য সঞ্চার
নহে রসাতলে এ অধম দলে
ভাসায়ে দুকূলে নাশিবে ফেলিয়া।

জন্মভূমি নেত্রে যদি আঁখি জল
রহে এই ভাবে সদাই প্রবল;
পারুক সহিতে এ কঠিন প্রাণ
যাইবে বিষাদে পাষাণ গলিয়া॥

যে শিকলে বাঁধা চেয়ে দেখি তাই
বিষাদে নিশ্বাস ফেলে ফিরে চাই
কিন্তু প্রতিকার না হয় তাহার
রেখেছে কি বলে চরণে দলিয়া!

কহে বিশারদ জগতের মাঝে
এ কলঙ্ক কেন এখন (ও) বিরাজে
হউক বিলুপ্ত বাঙ্গালীর নাম
বঙ্গসাগরের সলিলে মিলিয়া॥

(৮)

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

সেই ত রয়েছ মা তুমি।
ফলফুলে সুশোভিতা শ্যামা জন্মভূমি॥

শিরোপরি গিরিবর
সেই শুভ্র কলেবর
পদতলে সেই সিন্ধু
আছে অনুগামী॥

তেমনি বিহঙ্গকুল
কলরবে সমাকুল
তেমনি শুনিতে পাই
মধুপ ঝঙ্কার—

সেইত সকলি আছে
তবে মা সবার পাছে
তোমার সন্তান কেন,
অধঃপথগামী॥

কোথা তব সে গৌরব
সে সম্পদ কোথা সব
সকলি হয়েছে আজি
নিশার স্বপন—

ফিরিয়া আবার কি মা
আসিবে গো সে মহিমা
গাইবে তোমার কবি
তোমারে প্রণমি ॥
কি জানি কি পাপফলে
পড়ি পর পদতলে
শক্তিহীন তব সুত
ধুলাতে লুটায়—
বিশারদ সে বিষাদে
হতাশ হৃদয়ে কাঁদে.
তারে আজি কে দেখালে
এ দশা দশমী ॥

---

(৯)

আশোয়ারি—ধামার।

(আস্থায়ী)

ছিন্ন অঙ্গ হলো বঙ্গ কেন ভাব অমঙ্গল ;
রাঙ্গ রঙ্গে আশাভঙ্গে কেন হব হীন বল ॥

(অন্তরা)

কি ফল বিফলে কাঁদি
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধি
দাঁড়ালে এ ব্যবচ্ছেদে
কি ভেদ হইবে বল

(সঞ্চারী)

খণ্ড খণ্ড করি রাখুক এ দেশ
হউক ভূধরে সিন্ধু সন্নিবেশ,
কীর্ত্তিনাশা জলে কিম্বা রসাতলে
সমগ্র ভূখণ্ড করুক প্রবেশ,

(আভোগ)

মিলাইতে পারি যদি মনে মন
কে খুলিবে সেই মিলন বন্ধন ?
পর করুণায় আশায় আশায়
জীবন যাপনে ফলিবে কি ফল ?

(সঞ্চারী ফেরতা)

বলিব বদনে—জয় জন্মভূমি
শুনিব স্বপনে—জয় জন্মভূমি
আশায় ভাষায় ভক্তি করুণায়
অন্তরের স্তরে অগ্নের অক্ষরে
রাখিব লিখিয়া—জয় জন্মভূমি !

(আভোগ-ফেরতা)

জয় জন্মভূমি গাও সব ভাই।
এস প্রাণভ'রে—সবে মিলে গাই।
এ গানের ধ্বনি বহু প্রতিধ্বনি
আর বিদেশীর দয়া কাজ নাই ॥
আমাদের ঢাকা আমাদের ধাম
ত্রিপুরার প্রান্ত—চারু চট্টগ্রাম
সেই রাজসাহী—সেই বৰ্দ্ধমান

সেইত সীমান্ত—হলেও প্রাণান্ত

হইবে না ভিন্ন, কর ব্যবচ্ছিন্ন

সেইত রয়েছে—প্রভেদ কোথায় ?

রুধিরের ধারা সেই ত শিরায়

সেই শোকে তাপে প্রাণের ব্যথায়

মরমের জ্বালা হবে না শীতল

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

---

(১০)

বাউলের সুর—আড়খেম্‌টা।

(আমার স্বদেশবাসী, যতই দোষী, বলুক পরে।

উচাটন, তবু মন, তারই তরে ॥

শু তার, মধুর বচন—(ভাইরে) করিলে শ্রবণ

শিহরে শরীর পুলক ভরে ॥ (ওরে ও ভাই)

তার—শয়ন, স্বপন,—চাহনি, চলন

মনে হয় যেন নিজের মত—

হেরি, শিরায় শিরায় রুধির ধারায়

বহে একই স্রোত—স্তরে স্তরে ॥

তার, নদী জল স্থল অনিল অচল

জনম অবধি আমার আছে—

তবে, তার দোষ দেখে তারে ফেলে রেখে

থাকিব কি সুখে জীবন ধরে'। (ওরে ও ভাই)

আমার, হোক্ মত ভেদ—বাস-ব্যবচ্ছেদ
ভবনে বিরোধ—পদে পদে—
তবু, তারে প্রাণ চাবে, জীবন জুড়াবে
সেই পরিচিত কণ্ঠ স্বরে। (ওরে ও ভাই)
যদি,দূর দেশে যাই— দেখিবারে পাই
না চিনেও তায় শুধাই কথা—
তাই বিশারদ কয় সে কি পর হয়
যারে দেখে মন এমন করে॥

---

(১১)

হাম্বির—কাওয়ালি।

(আস্থায়ী)

নবীন এ অনুরাগ রাখ রাখ মনে রাখ।
উঠেছ আবেগ ভরে দুদিনে তা ভুলো না কো॥

(অন্তরা)

খুলিয়া মুদিত আঁখি, নবভাব মনে রাখি
বারেক জেগেছ যদি—[illegible] ভাবে জেগে থাক॥

(স[illegible])

যে শিখা জ্বলেছে প্র[illegible] বিন্দু বিন্দু স্নেহ দানে
দীপ্ত রেখো—সুপ্ত হ[illegible] নিবায়োনা তায়—

(আ[illegible])

এ শিখা নিবিলে পা[illegible] জ্বলিবেনা যুগান্তরে
বিশারদ অন্ধকারে ত[illegible] আলোকে ডাক।

(১২)

(প্রসাদী সুর)

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে ?

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে ?
সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধ'রে রাখে ?

যেথায় থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে
সেই প্রাণের বেদন জানে না কে ?

মান অপমান গেছে ঘুচে
নয়নের জল গেছে মুছে
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে ॥

কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয়রে মাকে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১৩)

ঝিঁঝিট—একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক
জগত জনের শ্রবণ জুড়াক
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গোলে যাক,
মুখ তুলে আজি চাহরে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলি
প্রভাত গগনে কোটী শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহরে॥
বিশ কোটী কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটী ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশ দিক সুখে হাসিবে॥
সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন আসিবে
আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে
আপনার ভাবে ভরে রাখিলে
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে॥

সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান জেগে উঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১৪)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত সন্তান,
একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিধান।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।
রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?

শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা।
হোক্ ভারতের জয়,
... ইত্যাদি
বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ।
হোক্ ভারতের জয়,
... ইত্যাদি
বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী ;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি ?
... ইত্যাদি
ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ
পৃথুরাজ আদি বীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক্ ভারতের জয়,
... ইত্যাদি
কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয় !

ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক্ ভারতের জয়,
... ইত্যাদি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১৫)

খাম্বাজ তাল—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না;
অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি,
হও "বীর জায়া, বীর প্রসবিনী।"
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীরগুণ গাথা, বিক্রম কাহিনী,
স্তন্য দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী;
বীর গর্ব্বে তার, নাচুক ধমনী।
তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।

৺গোবিন্দচন্দ্র রায়

(১৬)

পূরবী—একতালা।

রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ—

মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
(খাদ) প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে—
জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে,
চির স্থির কবে নীর, হায়রে জীবন নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে
নাহি মা, ডরি শমনে—
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত হ্রদে।
(খাদ) সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে
যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি কহ গো শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে।
ফুটি যেন স্মৃতি জলে
মানসে মা যথা ফলে
মধুময় তামরস— কি বসন্ত, কি শরদে।

৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

(১৭)

খাম্বাজ—তালঠুংরি।

কত কাল পরে, বল ভারত রে!
দুখ সাগর সাঁতারে পার হবে।
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাস ভূমে, পরবাসী হ'লে
পর দাস খতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে, ধন রত্ন সুখে
বহ লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ আসন, আনন রে
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপ মালা, নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।
ঘুচি কাঞ্চন ভাজন, সৌধ শিরে
হলো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে।
খনি খাত খুঁড়ে খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে
পুঁজি পাত নিয়ে যুটিয়ে লুটিয়ে।
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে
পরিবর্ত্ত ধনে দুর-ভিক্ষ নিলে।
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ সুখে
তুমি আজও দুখে তুমি কালও দুখে;

নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে
ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে।
বিধি বাদী হলে, পরমাদ ঘটে।
পরমাদ হলে হিত বোধ ঘটে।
কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে
অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে।

এই গানের অবশিষ্ট অংশ—পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইল.]

৺গোবিন্দচন্দ্র রায়।

---

(১৮)

নট বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি,
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

(১৯)

লগ্নী—খং।

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা,
তটশালিনী সুন্দর যমুনে! ও।
কত শত সুন্দর নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।

পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ-ছবি,
অনুকারিছে নভ-অঙ্গন ও।
যুগ-যুগ-বাহী, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল বুদ্বুদ সহ কত রাজা,
পরকাশিল লয় পাইল ও।
কল কল ভাষে, কহিয়ে কাহিনী,
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত-গাথা ও।
তব জল-কল্লোল সহ কত সেনা.
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি সব নীরব, রে যমুনে তব
গত যত বৈভব, কালে ও।
শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ-গজ-ভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
তব জল-তীরে, পৌরব যাদব,
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ-পতাকা,
উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত, চীনে, ব্রহ্ম, তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
এ জল-ধারে, ধারে বহিল কভু,
প্রেম বিরহ-আঁখি-নীর ও।
নাচিল গাহিল, কত সুখ সম্পদ;
এ তব সৈকত পুলিনে ও।
এ তনু-মুকুরে, আসি পূর্ণশশী
নিরখিত মুখ যবে শরদে ও।
ভাসিত দশ দিশি, উৎসব রঙ্গে,
প্লাবিতো চিত-সুখ-উৎসে ও।
সে তুমি, সে শশী, ধীর অনিল সে,
তবু সব মগন বিষাদে ও।
নাহিক সে সব, প্রমোদ উৎসব,
গ্রাসিল সকলে কালে ও।

এই গানের অবশিষ্ট অংশ--পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইল।]

৺গোবিন্দচন্দ্র রায়।

---

(২০)

মিশ্র বাঁরোয়া—ঢিমে তেতালা।

নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী,
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী।

সুদূর নীলাম্বর প্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে ;
চুমি' পদধূলি বহে নদীগুলি ;
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী !
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে,
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত স্বচ্ছন্দে ;
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনি।
কিসের দুঃখ মা গো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য ?
হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ ?
ডাক মেঘমন্দ্রে সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী-গরবে ;
জাগিবে শক্তি ; উঠিবে ভক্তি ;
জান না আপনায় সন্তানশালিনি !

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

---

(২১)

জয়জয়ন্তী—ঢিমে তেতালা।

তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ,
তোমারি তরে মা সঁপিনু এ প্রাণ ;
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাইবে গান !

যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল,
তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও হে দেবি শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না
তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে,
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে,
নিবা'তে তোমার যাতনা!
যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা, একটী সন্তান
জাগি উঠে শুনি এ বীণা তান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২২)

সিন্ধু—কাওয়ালি।

(কণ্টকে গঠিত—সুর)

ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ-ভবন,
নয় নয় তুল্য তার নন্দন-কানন।
স্বর্গ স্বর্গ করে লোকে সার তার নাম,
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম।
হয় হোক্ জন্মভূমি সৌন্দর্য্য-বিহীন,

থাক্ তার চারি পাশে বিজন বিপিন,
না থাক্ নিকটে নদ নদী সরোবর,
না রোক্ সেখানে কোন খাদ্য পরিকর
তবু তার কাছে সুরপুর কোন্ ছার,
যেখানে জনম যার তাই ভাল তার।
তিলেক রহিতে নারে প্রবাসী যেখানে,
নিবাসী সর্ব্বদা রয় হরিষে সেখানে।

৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

---

(২৩)

(বাউলের সুর)

আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ওমা ফাল্গুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)—
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি॥
কি শোভা কি ছায়া গো;
কি স্নেহ কি মায়া গো
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে
নদীর কূলে কূলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কাণে
লাগে সুধার মত, (মরি হায় হায় রে)—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে
আমি নয়নজলে ভাসি ॥
তোমার এই খেলাঘরে,
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস ঘরে (মরি হায় হায় রে)—
তখন খেলা ধূলা সকল ফেলে
তোমার কোলে ছুটে আসি ॥
ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়া ঘাটে,
সারাদিন পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমারপল্লীবাটে,—
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে, (মরি হায় হায় রে)—
ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষা।
ওমা, তোর চরণেতে,
দিলেম এই মাথা পেতে,

দে গো তোর পায়ের ধূলো' সে যে আমার
মাথার মাণিক হবে।
ওমা, গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে, (মরি হায় হায় রে)—
আমি পরের ঘরে কিন্‌ব না তোর
ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(২৩)

ভৈরবী—একতালা।

অয়ি ভুবন-মনো-মোহিনি!
অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বল-ধরণি!
জনক-জননী-জননি!
নীল-সিন্ধু-জল ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরিটিনি!
প্রথমপ্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে,
জ্ঞান, ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,

দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা
পুণ্য-পীযূষ-স্তন্য-বাহিনি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

(২৪)

কালাংড়া—একতালা।

বাঁচিয়ে কি ফল যদি স্বাধীনতা যায় ?
পড়িবে কি সিংহরাজ শৃগালের পায় ?
স্বদেশ-রক্ষার তরে, সমরে কি কেহ ডরে,
শতগুণে হয় বলী স্বদেশ-রক্ষায় ॥

৺দীনবন্ধু মিত্র।

---

(২৫)

বেহাগ—একতালা।

"উন্নতি উন্নতি"—উল্লাস-ভারতী,
কেন দিবারাতি বল রে ?
কিসের উন্নতি ? দেশের দুর্গতি,
দেখে শুনে তবু ভোল রে !
বটে জলে স্থলে, ভারতমণ্ডলে ;
যেন মন্ত্রবলে, ধোঁয়া-যন্ত্র চলে—
একই দিবসে কাশী যাও চ'লে—
তাই কি উল্লাসে গল রে ? ১।

চঞ্চলা-দামিনী—বিমান-চারিণী,
তব বার্ত্তা বহে আসিয়া অবনী,
এ নব বিভব অদ্ভুত কাহিনী ;—
তাই কি বিস্ময়ে টল রে ? ২ ;
কিন্তু একবার ভেবে দেখ সার—
এত যন্ত্র দেশে, যন্ত্রী কেবা তার ?
স্বত্ব-অধিকার, তাহে কি তোমার ?
মিছা আশা দোলে দোল রে ! ৩ ;
নদী সিন্ধু নীরে পোত থরে থরে
গর্ব্বে গুরু ভার চলে গর্ব্ব ভরে
তা দেখে পুলকে ভাব কি অন্তরে
দেশের দারিদ্র্য গেলরে ॥ ৪ ।
কিন্তু রে অবোধ সে পোত কাহার,
স্বত্ব অধিকার তাহে কি তোমার ?
যাদের বাণিজ্য তাদের ব্যাপার
ব্যাপারী ধবল-দল রে ॥ ৫ ।
চিনির বলদ তোমরা কেবল
কেরাণী মুহুরী সরকারের দল।
কাকের কি লাভ পাকিলে শ্রীফল
উচ্ছিষ্ট খোসা সম্বল রে ॥ ৬ ।

শ্রীমনোমোহন বসু।

---

(২৬)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা
বিনা স্বদেশী-ভাষা
পূরে কি আশা?—
কত নদী সরোবর
তাহে কিবা চাতকীর
ধারাজল বিনা তার
মিটে কি তৃষা?

৺রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু)

(২৭)

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোক সাগরেতে ভাসি ভারতমাতা দিবানিশি
স্মরি পূর্ব্ব যশোরাশি কাঁদিতেছে অবিরল।
কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রুজল॥

৺উপেন্দ্র নাথ দাস।

(২৮)

ভৈরবী—একতালা।

দিনের দীন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ।

সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল ক্রমে,
চন্দ্র সূর্য্য বংশ আগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহু-মুখে লীন্

অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন।

তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে
হায় গো রাজা কি কঠিন।

তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় নাকো আর
হ'ল দেশের কি দুর্দ্দিন।

আজ্ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধর্‌বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন্।

ছুঁচ সূতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দিয়াশালাই কাঠি, তাও আসে পোতে,

প্রদীপটা জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।

শ্রীমনোমোহন বসু।

---

(২৯)

ললিত---আড়াঠেকা।

কি গাইব আজি হায়, কি আছে ভারতে আর ?
হুহু করে প্রাণ মম, ধুধু করে চারি ধার !
যে দিকে ফিরাই আঁখি, অনিমেষে চেয়ে থাকি,
শূন্যময় সবি দেখি, শূন্যে শুধু হাহাকার।
ভারত—ভারত নয়—কেবল শূন্যতা ময়,
কায়ার কেবল ছায়া, নাহিক জীবন ;—
তাই আজি দেখে কই—বেদের ভারত কই ?
অধীর ভারতে, হায়, এ যে শুধু অশ্রুধার।

রায়।

(৩০)

(রামপ্রসাদী সুর)।

মন বসে না দেশের হিতে
বাগান ভোজে যাওরে মজে
গরীব গুলি পায় না খেতে।
গেজেটে নাম উঠবে বলে
টাকা ঢাল চাঁদার খাতে,

তেলা মাথায় তেল ঢেলে দাও
ক্ষুধিত বসে খালি পাতে।
হুজুগে হুজুর বলে দাঁড়াও
হাজার সেলাম ঠুকে মাথে
কাজের বেলায় কাণা হলে
দেশটা গেল অধঃপাতে।

৺রাজকৃষ্ণ রায়

---

(৩১)

খাম্বাজ—একতালা।

কি আনন্দ আজি ভারত-ভুবনে—
ভারত-জননী জাগিল!
আহা কি মধুর নবীন সুহাসি
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি
উষার কপালে জ্বলিল!
মরি কি সুষমা ফুটেছে বদনে,
কিবা জ্যোতিঃ জ্বলে উজ্জল নয়নে,
কি আনন্দে দিক্ পূরিল!—
ভারত-জননী জাগিল।

পূরব বাঙ্গালা, মগধ, বিহার,
দেরাইস্মাল্, হিমাদ্রির ধার,

করাচি, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী মহারাঠা ভাই,
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল ;
প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি কর
খুলে দেছে হৃদি—হৃদি পরস্পর,
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর
মুখে জয়ধ্বনি ধরিল।
প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল—"বন্দে মাতরম্",
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।"
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত জগত মাতিল।

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩২)

মিশ্র কানেড়া—একতালা।

ছিল সেই পুণ্যভূমি
অনন্ত-ঐশ্বর্য্য-খনি,—প্রাচুর্য্য ভাণ্ডার।
যাহার মলয়ানিলে,
যাহার জাহ্নবীকূলে,
বহিত, ভাসিত, চির-আনন্দ অপার,
আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি হাহাকার।
এ নহে সে আর্য্যাবর্ত্ত;
আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার;
তাহাদের বীর্য্য-বল,
ছিল যেন দাবানল,
পৃষ্ঠে তূণ, করে ধনুঃ কক্ষে তরবার,
আমাদের অশ্রুজল ভিক্ষা-পাত্র সার!

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

---

(৩৩)

বিভাস—একতালা।

বিক্রমে বিক্রমপুর ছিল যে বিক্রমপুর
সে বিক্রম কিছু নাই আর।
বঙ্গদেশ ভঙ্গ করি রঙ্গ রস পরিহরি
অঙ্গশোভা হরিয়াছ তার!

শ্রীরাজনগর গ্রাম শ্রীমতীর প্রিয়ধাম
কেবল হয়েছে নাম সার!
শোভাময়ী রাজপুরী সে শোভা করেছ চুরি
সকলি করেছ ছারখার।

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

---

(৩৪)

বেহাগ—ঢিমে তেতালা।

স্বদেশের ধুলি স্বর্ণরেণু বলি,
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান।
যাহার সলিলে, মন্দাকিনী চলে,
অনিলে মলয় সদা বহমান।
নন্দনকাননে কিবা শোভা ছায়,
বনরাজিকান্তি অতুল তাহার,
ফলশস্য তার, সুধার আধার,
স্বর্গ হতে সে যে মহা গরীয়ান্।
এ দেহ তোমার তারি মাটি হতে
হয়েছে সৃজিত পোষিত তাহাতে
মাটি হয়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে
ভবলীলা যবে হবে অবসান।
পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত
ধুলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত,

এই মাটি হতে হবে যে উত্থিত
ভাবী কালে তব ভবিষ্যসন্তান।
কংস-কারাগারে দেবকীর মত
বক্ষেতে পাষাণ লৌহ-শৃঙ্খলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত
পরিচয় তুমি তাঁরি সন্তান।
প্রকৃত সন্তান জেন সেই জন
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন
যে করিবে মার দুঃখ বিমোচন
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।

(অপরিজ্ঞাত)

(৩৫)

শঙ্করা—কাওয়ালি।

চল্‌রে চল্‌ সবে ভারত-সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীর-দর্পে পৌরুষ-গর্ব্বে
সাধরে সাধ সবে দেশের কল্যাণ,
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য
কে করে মোচন
উঠ জাগো, সবে বল—মা গো।
তব পদে সঁপিনু পরাণ।

এক তন্ত্রে কর তপ
এক মন্ত্রে জপ
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোক্ষ এক,
এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ-দেশান্তে যাওরে আনতে
নব নব জ্ঞান
নব ভাবে, নবোৎসাহে মাতো
উঠাও রে নবতর তান
লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন
না করি দৃক্‌পাত
যাহা শুভ যাহা ধ্রুব ন্যায়
তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু-মুসলমান
এক্ পথে এক সাথে চল
উড়াইয়া একতা-নিশান।

শ্রীজ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(ইহার স্বরলিপি "বীণাবাদিনী" ২৫৮ পৃষ্ঠায় আছে)

---

(৩৬)

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?

দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে

কে পরিবে পায় ?

কোটি-কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে

নরকের প্রায়।

দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,

স্বর্গ সুখ তায় ॥

৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(৩৭)

খট্‌-ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

পারি কি ভুলিতে ভারত রুধির,

বহি যত কাল রেখেছে শরীর ?

পারি কি ভুলিতে জীবন থাকিতে

প্রিয় জন্মভূমি, তব অশ্রুনীর ?

ধিক্ সে পাষণ্ড অকাল কুষ্মাণ্ড

তব আর্ত্তনাদে যে জন-বধির ॥

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

সংকীর্ত্তন।

(৩৮)

তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত ;

মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব, মার বাগানের কলার পাত

ভিক্ষার চেলে কাজ নাই, সে বড় অপমান ;
মোটা হোক্ সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান ;
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।

মিহি কাপড় পর্‌বো না আর, যেচে পরের কাছে ;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড় পর্'লে কেমন সাজে ;
দেখ্‌তো প'র্‌লে কেমন সাজে ;

ও ভাই চাষী ও ভাই তাঁতি, আজকে সুপ্রভাত ;
কসে' লাঙ্গল ধর, ভাই রে, কসে' চালাও তাঁত ;
কসে' চালাও ঘরের তাঁত।

শ্রীচঃ।

---

(৩৯)

কেদারা।—ঢিমে তেতালা।

জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ অনল
ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল।
কাঁদিয়াছি বহুদিন কাঁদিব না আর হে,
দেখিব আজো এ মনে আছে কত বল!
বিভব গৌরব মান সকলি নির্ব্বাণ হে,
আছে মাত্র আর্য্যবংশ-গরিমা সম্বল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

(৪০)

গৌরী-ঝাঁপতাল।

আমার বঙ্গের ফুল শোভার আধার।
কি ফুল পরের লব ভুলে আপনার ?
আমারে ভুলাতে তোরা ম্যাগ্নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা
তুলে এনে কত শোভা দেখাইবি আর ?
কত ফুল্ল শতদল নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল
বিদেশের কোন ফুল সমতুল্য তার ?
মল্লিকা মালতি গন্ধ মকরন্দে অলি অন্ধ
ডেলিয়া কি পল্‌নিরো কে তুল্য তাহার ?
সাজাইয়া থরে থরে অর্কিড কাচের ঘরে
টবে ফুটাইয়া ফুল দেখ কি বাহার ?
নীল চন্দ্রাতপ তলে কৌমুদী মাখিয়া দলে
মৃদুল সমীরে দোলে কুসুম আমার।
অশোক বকুল মম সুধাময় নিরুপম
কামিনী চম্পক কুন্দ কুমুদ কহ্লার।
আমার ফুলের কাছে পরের কি ফুল আছে ?
কেন তবে হবে মনে লোভের সঞ্চার ?

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

(বাউলের সুর)

(৪১)

ওরা জোর করে দেয় দিক্‌না বঙ্গ বলিদান।
আমরা রব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে
মিশিয়ে প্রাণ।

আমরা জাত বাঙালী প্রেম কাঙালী—
ভাবছিস্ তোরা মন ভাঙালী,
তা' নয় জ্বালিয়ে আগুন ক'রে দ্বিগুণ
বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান।
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে,
আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি চাইনে তোদের
লবণ দান।
আমাদের ভাতের সঙ্গে তাঁত বজায় থাক্,
নাইবা দেখাই সাজের জাঁক
তোদের ওই চক্‌চকান মধুর চাকে
করবো না আর বিষ পান।
তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি,
ফেল্‌বো ভেঙে মেরে ছুড়ি,
করে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী
শাঁকায় আবার রাখবে মান।
তোদের শাপে হল আশীর্ব্বাদ
দৃঢ় হ'ল মনের বাঁধ,
এই বিসম্বাদে বঙ্গভেদে
আমরা হলুম আবার তেজীয়ান।
পেয়ে মর্ম্মে আঘাত, কর্ম্মে হাত
বাকি্য ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

(৪২)

কাফি—একতালা।

উর গো বাণি বীণাপাণি
উর গো কল্প-কাননে।
উর গো বঙ্গ-বিনোদিনি আজ,
বীণার মধুর নিঃক্বনে।
আছে দেহ, তাহে নাহি প্রাণ,
না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান ;
প্রাণময়ি কর প্রাণ দান,
পীযূষ-শক্তি-সিঞ্চনে।
আছে আঁখি নাহি দেখি তায়,
জীবিত না মৃত, হা কি দায়,
জীবনে জীবনী দেও মাতঃ
তাড়িত-তেজ-স্ফূরণে !

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

---

(৪৩)

খাঁরোয়া—ঢিমে তেতালা।

নয়ন-জলে গেঁথে মালা পরাব দুখিনী মায়।
ভক্তি-কমল-কলি দিব মায়ের রাঙ্গা-পায় ॥
শিখ হৃদি উচ্চশিক্ষা, মাতৃ-মন্ত্রে লহ দীক্ষা,
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী-সেবায় ॥
যে নামে দুরিত হরে, রাখ যত্নে হৃদে ধরে,
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্না যায় ॥

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

(৪৪)

মালকোষ—ঝাঁপতাল।

জাগো শ্যামা জন্মদে !
প্রসীদ প্রসন্নময়ি বর দে মা বরদে !!
তনয়ে হৃদয়ে ধরি, উঠ মা শোক পাশরি,
শুভ দে গো শুভঙ্করি, মাগি পদ-কোকনদে ॥
পোহাল যামিনী ঘোরা, উঠগো জননী ত্বরা,
হেরি মুখ দুখহরা, ভাসিব আনন্দ-হ্রদে ॥

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

(৪৫

(কীর্ত্তনের সুর)

এক দেশে থাকি, এক মাকে ডাকি
এক সুখে সুখী, ছিলাম সবে।
আজি অকস্মাৎ অশনি সম্পাৎ !
সমান বিষাদে কাঁদিতে হবে।
কে করে শ্রবণ, অরণ্যে রোদন ?
কে চাহে তুষিতে তাপিত জীবন ?
ব্যথিত বেদন, সমান রবে ॥
কিন্তু ব্যবচ্ছেদে করিবনা খেদ
মিলালে হৃদয় কি হবে প্রভেদ ?
মনের মিলন কে ভাঙ্গে কবে ?
রাজবলে যদি নাম ভিন্ন হয়
সে ভেদে কি আর ভাঙ্গিবে হৃদয়,
মিলে ভাই ভাই রহিব ভবে ॥

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

(৪৬)

সিন্ধু—কাওয়ালি।

যদি এ দুঃখের নিশা কখন পোহায়
যদি সুখ-প্রভাকর
এ ভারতে দেয় কর
সুবিচার হিন্দুস্থানে আসে পুনরায়
যদি কভু হিন্দুস্থান
হয় উল্লাসিত প্রাণ
দারুণ বিষাদানল যদি নিবে যায়,
যদি রাজকীয় কার্য্য,
পশু বলে শিরোধার্য্য
করিতে না হয়, এই দগ্ধ বাঙ্গালায়,
তবেই হাসিব আর
লভিব সন্তোষ ভার
ভুলিব সকল দুঃখ সুখের আশায়

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

(৪৭)

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

এ দেশের দুখে কার না সরে চখের জল
নিদ্রায় নিমগ্ন তবু আমরা সকল।
উঠ জাগ সকলেতে, সজীব কর ভারতে,
ভাই ভাই মিলে সব হও একদল

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, কত কাল রবে,
বিনা মিলে কোন কাজ হয় কি সফল।

৺নবগোপাল মিত্র।

(৫৮)

যোগিয়া ভৈরব—একতালা।

আসিলে কি অন্নপূর্ণা অন্নহীন দেশে
মা তোমার একি রঙ্গ,
যাতায়াতে ছত্রভঙ্গ
দেখা দিলে দয়াময়ি! কেন হেন বেশে?
অন্তরে কি ভয় পেয়ে
আছি তব মুখ চেয়ে
কাতর হৃদয়ে কাঁদি—কিসের উদ্দেশে,
সে সব মনের কথা
সে সব প্রাণের ব্যাথা
অন্তর-যামিনী তুমি জান সবিশেষে—
তবে মাগো কেন আজ
হেন ভয়ঙ্কর সাজ?
ভীতচিত্তে এ আশঙ্কা সঞ্চারিলে এসে?
শক্তিরূপা—দেহ শক্তি
ভক্তিহীনে দাও ভক্তি
অধীর করো না আর শক্তি সমাবেশে

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

আগমনী

(৪৯)

বাহার—ধামার।

দণ্ড দিতে চণ্ড মুণ্ডে এস চণ্ডি যুগান্তরে।
পাষণ্ড প্রচণ্ড বলে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে॥
হুঙ্কারে আতঙ্কে মরি শঙ্কা নাশ শুভঙ্করি!
এ ব্রহ্মাণ্ড লণ্ড ভণ্ড—দৈত্যপদ-দণ্ড ভরে।
এ যুগে আবার মাগো দুর্গতি নাশিতে জাগো
এসে নিজে রক্তবীজে নাশ সেই মূর্ত্তি ধরে'॥
এস মা ত্রিতাপহরা স্তম্ভিত এ বসুন্ধরা
শুম্ভ নিশুম্ভের দম্ভে সর্ব্ব নেত্রে অশ্রু ঝরে।
দশ দিকে হর প্রিয়া, দশভুজ প্রসারিয়া—
ভূভার হরণ কর নাশিয়া মহিষাসুরে॥
আবার সে রূপ ধরি অবনীতে অবতরি—
"তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলে ডাক তেমনি ভীষণ স্বরে।
শুনে ভয়ঙ্কর শব্দ ত্রিভুবন হ'ক্ স্তব্ধ
বিশারদ ওই পদ কাতর হৃদয়ে স্মরে।

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

(৫০)

ললিত—আড়াঠেকা।

এই যে আসিল বঙ্গে শারদ সপ্তমী।
শিশির সম্পাত ছলে
তরু লতা আঁখি জলে
সম্ভাষিল শারদারে—তিতিল অবনী।
হায়! বৎসরের পর
শরতের শশধর
আবির্ভূত পুনরায় জগতে তেমনি
চঞ্চুপরে চঞ্চু রাখি
কাননের কত পাখী
অফুট কাকলি করে—আনন্দের ধ্বনি!
এই নিরানন্দ দেশে
কি জানি কি শক্তি এসে
চঞ্চল করিল এত অচল ধমনী।
আকুল অধীর প্রাণ
করিতেছে আনচান্
সহসা কি ভাবান্তর হইল এমনি!

শ্রীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

সঙ্কীর্ত্তন।

(বল,) ভেয়ে ভেয়ে মিলবে কবে?
শুধু বিবাদে কি কাল কাটাবে?
এক রাজার যে সবাই প্রজা
দণ্ডবিধি সবাই সবে।
[বিধি ভিন্ন নয়—বিধি সবার সমান]।

সবার—সমান স্বত্ব সমান স্বার্থ
জেনেও মত্ত ভিন্ন ভাবে॥ (ওরে ওরে ও ভাই)
ভিন্নজনের ভিন্ন রুচি,
এ কথা কয় সব মানবে।
[এত সবাই বুঝে, সবাই জানে]।
ও সেই—ভিন্নেরে অভিন্ন কোরে
মিলায় যে সেই মানুষ ভবে॥ (ওরে ওরে ও ভাই)
ভিন্ন ধর্ম্মী ভিন্ন কর্ম্মী
সবাই সমান প্রজা-ভাবে।
[রাজার কাছে, নাইত প্রভেদ]।
শিখ—স্বদেশ ভক্তি অনুরক্তি
সমান শক্তি সবাই পাবে॥ (ওরে ওরে ও ভাই)
মিলন হলে জন্মভূমির
এ দশা আর কদিন রবে ?
[যদি সবার মনে ঐক্য থাকে]
রাখে,—মত্ত করী বন্ধকরি
তৃণের মিলে দেখ ভেবে॥ (ওরে ও ভাই)
মিলনে বিলম্ব হলে
কু-ফল ফলবে দেখ্‌তে পাবে।
[বিলম্বে হয় কার্য্য হানি]।
জেনো—আবাদ নইলে সোনার জমি
কাঁটায় কাঁটায় ভরে যাবে॥ (ওরে)

রাখী বন্ধন।

(৫২)

বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক, হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক, হে ভগবান ॥
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক
সত্য হউক, হে ভগবান ॥
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৫৩)

ভীমপলশ্রী—একতালা।

জাগ জাগ বরিশাল।
তোমার সম্মুখে আজি পরীক্ষা বিশাল

প্রাণ দিয়া হুতাশনে
দেখাও জগৎজনে
বিশুদ্ধ কনক কান্তি—সৌরকরজাল ॥
বিশুদ্ধি কালিমা কত
হবে এবে পরীক্ষিত
আজি পরীক্ষার দিনে ঘুচাও জঞ্জাল ॥
দেখিব তোমার শক্তি
দেশভক্তি অনুরক্তি
দেখিব গৌরব তব রবে কত কাল ॥
বুঝিব দেশের তরে
কতটা রুধির ঝরে
মনুষ্যত্বে বরিশাল হবে কি কাঙ্গাল ?
নিরখি আরক্ত নেত্র
প্রহরীর করে বেত্র
হারাবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গে ইহপরকাল ?
ভুলিও না কোন ভয়ে
থাকিও যাতনা স'য়ে
ঝুলুক বঙ্গের শিরে খর করবাল ॥
জন্মে মৃত্যু অনিবার্য্য
মানুষ করিবে কার্য্য
ভয়ে ভঙ্গ দেয় শুধু নীচ ফেরুপাল ॥

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

পূরবী—আড়াঠেকা।

(৫৪)

(আস্থায়ী।)

হতাশ হয়োনা প্রাণে অনুচিত নির্ব্বাচনে।
সাহসে হৃদয় বাঁধ কি শঙ্কা নির্দ্দোষ মনে ?

(অন্তরা।)

গুর্খা দেখে মূর্খ যত
কি আতঙ্কে অভিভূত
উচ্চ-শির অবনত
এত শঙ্কা কি কারণে ?

(সঞ্চারী)

যার অঙ্কে জন্ম নিলে
যার শস্যে যার জলে
রবি-শশি কর-জালে
ধরেছ শরীর—

(আভোগ।)

তারি ধন তারে দিতে
তারি তরে কষ্ট পেতে
মাটীতে মাটীর দেহ
এত শঙ্কা সমর্পণে

(পুনঃ সঞ্চারী)

স্বর্গাদপি গরীয়সী
মুখে বল ঘরে বসি
ভয়ে ম্লান মুখশশী
দেখিলে বিপদ্—

(পুনরাভোগ)।

একদিন মৃত্যু হবে,
নিত্য ভবে নাহি রবে—
কাঁপে বক্ষঃ কেন তবে
মাতৃ-নাম সম্বোধনে ?

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

বউলের সুর।

(৫৫)

মাগো, যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎমাঝে তোমার কাযে
"বন্দে মাতরম্" ব'লে ॥
(যখন) মুদে নয়ন, করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে—
তখন, সবই আমার হবে আঁধার
স্থান দিও মা ঐ কোলে ॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
(আমার) মান অপমান সবই সমান
দলুক না চরণ তলে।
যদি, সইতে পারি মায়ের পীড়ন,
মানুষ হ'ব কোন্ কালে ? (আর)
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
লাল টুপি কি কালো কোর্ত্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে ?
(আমি) মায়ের সেবায় রইব রত
পাশব বলে দিক্ জেলে ॥

(আমার,) যায় যাবে জীবন চ'লে
আমায়—বেত মেরে কি "মা" ভোলাবে ?
আমি কি মার সেই ছেলে ?
দেখে, রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে ?
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
আমি, ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের, বেত্রাঘাতে, কারাগারে
ফাঁসিকাঠে ঝুলিলে ॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
যে মার, কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে।
বল, লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয়
সে মায়ের নাম স্মরিলে ?
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
বিশারদ কয় বিনা কষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে।
সে ত, অধম হয়ে সইতে রাজি
উত্তমে চাও মুখ তুলে ॥
(আমার, যায় যাবে জীবন চ'লে ॥

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

---

(৫৬)

রামপ্রসাদী সুর।

(আমরা) মিলেছি আজ মা মা বলে।

ওমা শ্যামা শিবরামা
শরণ দে মা চরণতলে।
শিব দে মা শিব শক্তি!
শক্তি বিনা নাই মা মুক্তি
ভক্তি মুক্তি শক্তিবীজ
আছে এ পদ-কমলে।
সাদায় কালায় বিষম দ্বন্দ
সেই ভয়ে হয়েছি অন্ধ
(পাছে) কালো ব'লে পায় ঠেলিস্ মা
(ঐ) সাদা যে তোর্ চরণতলে।
(কালি!) তুই নিজে যে কাল
তোর্ পতি সেই মহাকাল
তাই তোদের সন্তান কাল
ভালবেসে নে মা কোলে।
(ওমা) শ্যামা মোদের জন্মভূমি
(তারা) তাঁর প্রকৃতি তুমি
তাই ত এসেছি শ্যামা
(তোর) ঐ রাঙ্গা চরণ পাব বলে
যেথা শ্যামা কালিন্দীর কূলে
শ্যামল কদম্ব মূলে
শ্যাম হয়ে তুমি শ্যামা
দ'লে ছিলে অসুরদলে।
অভয় দেনা মা অভয়া
সাদায় কালায় অভেদ করে।
ও যে ভূত নাচিয়ে ফেরে সদা
আবগারী একচেটে করে।

ওর) মুখে সুধা কণ্ঠে গরল
অস্থিমালা দোলে গলে !
কপালীর কপালে আগুন
কপাল পোড়ে সঙ্গ নিলে।
আশীবিষ পুষেছে কত
শ্মশান-সমান এ ভারত
তাহাকে তাণ্ডব-ক্ষেত্র
করেছে যে ঐ পাগলে।
ধূর্জ্জটি জটিল বড়
গুপ্ত রাখে গঙ্গা জলে।
তীর্থ বলে তীর্থ পাব
কোন্ সাধনায় দে মা বলে ॥

শ্রীগৌপতি কাব্যতীর্থ।

(৫৭)

আলেয়া—কাওয়ালী।

কি বলি কেমনে আজি অবনীতে অবতরি।
এসেছি শ্মশানে চলে স্বরাতল পরিহরি।
কোথায় সে হিন্দুস্থান বেদমন্ত্র সামগান
অগুরু কস্তুরী ধূপ চন্দন-গন্ধমাধুরী !
কোথায় সে চণ্ডীপাঠ, বসেছে বিজাতি হাট
গো-রক্ত অঙ্গার চূর্ণে শর্করা শোধিত করি।

হিন্দুর নন্দন অন্ধ বসনে বসার গন্ধ
বিশুদ্ধ কার্পাস বস্ত্র আর না নয়নে হেরি।
কুঙ্কুমে গোমাংস খণ্ড অনাচারে ক্রিয়া পণ্ড
ঊর্ণাতন্তু পট্টবাস আছে নাম মাত্র ধরি'।

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

---

(৫৮)

ললিত—আড়াঠেকা।

কেনগো করুণাময়ি লুকালে নিদয়া হয়ে
ত্রিদিনান্তে ত্রিনয়নে কোথা গেলে হরপ্রিয়ে
জলদে বিজলী রাশি লুকালে ক্ষণিক হাসি ;
অবনীর অমানাশি কেন গেলে দেখা দিয়ে ?
আজি বৎসরের পরে আসিলে অবনী পরে,
অন্ন কোথা অন্নপূর্ণা শুধু হাহাকার—
অন্নরূপে এসো মাগো অন্নহীন দেশে জাগো,
মায়ারূপে থেকোনা মা অন্তরীক্ষে লুকাইয়ে।

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

---

(৫৯)

বাউলের সুর।

মুসলমানী বাঙ্গলা।

এখন মুসলমানের ইমান্ কোথা,
নাছারার বাহার।

দেখি, খোদাতালার রাহার পরে,
দেল রাখে না কেহ আর ॥
ফোতো নবাব মস্ত ধিঙ্গি,
খান বাহাদুর গাঁয়ের সিঙ্গী,
নামের লোভে কাম ছেড়ে সব—
দেনা ক'রে দেয় বাহার ॥
আখেরের সব ভাবনা ভুলে,
জাতি ভাইয়ে ফেল্‌চে তলে,
যারা, বাদসা ছিল এলেম বিনে,
তারাই গোলাম আর গোঙার !
কি লোভে সব ভেয়ের গলায়,
অন্ধ হয়ে ছুরি চালায়,
আখেরে খানসামাগিরি,
(এখন) বড় জোর ছবরেজিষ্টার ॥
সদাই শুনি অন্নকষ্ট
গোলামগিরির সেলাম নষ্ট
দুই বেলা দুই মুটো ভাত (পেটভরে)
জুটছে 'দেশে ক'জনার
দুদিন আগে কি ছিল ভাই,
দেলের মাঝে ভাবো না তাই
খানা বিনা কেটেছে দিন
বাঙ্গালায় কা'র বাপ দাদার ?

সে দিনের কি এই আখিরি—
কোথায় সে চাষ কারিগিরি,
কোথায় কদর কোথায় আদর—
এখন অন্ন জোটা ভার ॥
কোথা থেকে কারা এসে—
লুটে নেযায় নিজের দেশে,
বাহিরের চটকে লালছ—
আমাদের কই হাট বাজার ?
করেছি হায় এয়ছা স্বভাব
নিজের দেশে যায় না অভাব
অযত্নে বিলালাম রত্ন—
বদলি মিল্‌লো ফক্কিকার ॥
সায়ের বলে জেগে দেখো—
নয়ন কেন মুদে রাখ
যে মাটিতে পয়দা হলে,
সেই মাটি সার দুনিয়ার ॥ (ভাই রে)

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

(৬০)

স্তোত্র।

(১)

জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে !
মীন রূপ ধরি হরি, অবনীতে অবতরি
প্রলয় পয়োধি জলে বেদ ব্রহ্ম উদ্ধারিলে,
বিষম বিদেশী স্রোতে কে আজি উদ্ধার করে ?
জয় জগদীশ হরে ॥

(২)

এ বিশ্বে বিষম বৃষ্টি ডুবিল যখন সৃষ্টি
সঙ্কটে কমঠ হয়ে ও পিঠে ধরণী লয়ে
রেখেছিলে, রাখ আজি বিদেশী তরঙ্গ ভরে ॥
জয় জগদীশ হরে।

(৩)

বরাহ আকার ধরি ভীষণ দশনোপরি
রেখেছিলে এই ভূমি সে যুগে যেমন তুমি
তেমনি ভারতে রাখ দেখা দিয়ে যুগান্তরে ॥
জয় জগদীশ হরে।

(৪)

অথবা নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপু ভূপে
ভয়ঙ্কর বেশে নাশি ভীম মূর্ত্তি পরকাশি
যে ভাবে বাঁচালে বিশ্ব, এস সেই মূর্ত্তি ধরে ॥
জয় জগদীশ হরে।

(৫)

দেশান্তর হতে পণ্য, হরিছে দেশের অন্ন
ভিখারী বামন হয়ে ত্রিপদে ত্রিলোক ছেয়ে
ত্রেতায় রেখেছ অন্ন, সে অন্ন কে আজি হরে ॥
জয় জগদীশ হরে।

(৬)

কুলদৃপ্ত ক্ষত্র সবে কোদণ্ড টঙ্কার রবে
হয়ে নিজে ভৃগু সুত করেছিলে পরাভূত
পশু-বলদৃপ্ত-দলে নাশ পশু শক্তি হরে ॥
জয় জগদীশ হরে।

(৭)

কোথা নব দুর্ব্বাদল তনুরুচি সুকোমল
রাক্ষসের অত্যাচার বাড়িয়াছে পুনর্ব্বার
বিনা সে শ্রীরামচন্দ্র কে নাশে রাক্ষসাদিরে ॥
জয় জগদীশ হরে।

(৮)

দ্বাপরে কর্ষণ তরে করুণা বর্ষণ করে
যেরূপে দর্শন দিলে সেরূপে এস ভূতলে
অন্ন দিতে অন্নহীনে তাই ডাকি হলধরে ॥
জয় জগদীশ হরে।

(৯)

যেরূপ ধরিয়া হরি জগতের হিংসা হরি
বুদ্ধ নামে খ্যাত ছিলে সেইরূপে দেখা দিলে
দুর্ব্বল-দলন যাবে প্রবলের পদভরে ॥
জয় জগদীশ হরে।

(১০)

কলি যুগে কল্কি হয়ে ত্রাহি দেব ম্লেচ্ছভয়ে
দুর্ব্বলের বল তুমি, এ তোমারই লীলাভূমি
দেখা দিবে বিশারদে, আর কত কাল পরে ?
জয় জগদীশ হরে।

ভেইয়া দেশকা এ কেয়া হাল্,
খাক্ মিট্টি জহর হোতি সব, জহর হোই জঞ্জাল।

ঘর ছোড়্‌কে সব পরকে সেবে
ভাই কো দেত্ ভগাই।
সাগর পার সব ধন গয়া আওর
ঘরমে লছ্‌মি নাই।
পীতল কাঁসা রহে ক্যায়সা
সোনা চাঁদি শেষ।
অব ইনামেল গিল্টি সীসা
ঘর্ ঘর্‌মে পর্‌বেশ॥
পাট রুই সব য়ঁহাসে যাকর্
জাহাজ ভর্‌কে আতে।
দেশ্‌কা আদ্‌মি মুরখ্ বন্‌কর্
চাঁদি দে কর্ লেতে।
গৌ শূয়রকে লহুসে শোধিত্
চিনি নিমক্ খাওয়ে।
সফেদি দেখ্ কর্ মন্ ললচাতা
হাত্‌মে মোক্‌স পাওয়ে।
গো-শালামে গৌয়ে কিত্‌নী
কিসিকো ইহ ন সুঝে
টিন্ ভরে যো দুধ বিলাতি
উস্‌কো মিঠা বুঝে।
দেশ্‌কে ধন সব চৌপট্ করকে
লেত্ পরদেশিয়া।

ইঁহাকে লোগ্ সব্ ফকির বন্ যায়
না পাওয়ে রুপেয়া।

বেনারসি আওর শাল্ দোশালা
রেশম পশম ছোড়ি।

ছিট্ পাট্ নক্‌লি মখ্‌মল্ গোটা
মোল্‌হি দেকর্ কৌড়ি।

গো শূয়র্‌কে চর্ব্বি দেকর্
যো বনাইলে বাস।

পেহ্নে ওহি ভারতবাসী
ধরম কর্‌কে নাশ।

পুণ্যস্থান ইহ আরিয়া বর্ত্তমে
নাহি মিলে কোই চিজ্

আদ্‌মি বৌরা মুরখ হোকর্
ছোড় দিয়া তজ্‌বীজ্

আঁখ কে আগে সব্‌হি পড়া হ্যায়
কোইনা পাওয়ে রুখা।

ঘর্‌কে লছমি পর্‌কে দেকর্
সব কোই রহেঁ ভূখা।

দীন বিশারদ গনই বিপদ
ভনো দুঃখ কি গীত।

হো মতিমান দেশ্‌কে সন্তান
করো স্বদেশ কি হীত।

(বাউলের সুর)

আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হলো লাঠির ঘায়।
ঐ, যে মায়ের জয় গেয়ে যায়॥ (বন্দে মাতরম্ বলে)

রক্ত, বইছে শতধার
নাইকো শক্তি চলিবার

এরা, মার খেয়ে কেউ মা ভোলে না, সহে অত্যাচার।
এত, পড়ছে লাঠি ঝরছে রুধির,
তবু হাত তোলেনা কারো গায়॥

আছে, দিব্য চক্ষুঃ যার,
খোল, ভবিষ্যতের দ্বার
সময় হ'লে পশুবলের দেখ্‌বে প্রতিকার—
হবে, ম্যাঞ্চেষ্টারে অন্নকষ্ট
হাহাকার সার পেটের দায়॥

শুনি, ইহুদীদের দল,
যখন, ছিল হীন বল,
হেরোদ রাজা বালক বধে গেল রসাতল ;
হ'লো, হত শিশুর রক্তপাতে কংসের ধ্বংস মথুরায়॥

ও ভাই, বলে বিশারদ
এতো, দুদিনের বিপদ
হ'লে নিজের শক্তি, স্বদেশ-ভক্তি, আসিবে সম্পদ।
আছেন, দর্পহারী মধুসূদন দুর্ব্বলের বল শেষ দশায়॥

(ঝাউলের সুর)

আজ্ বিদেশীর দয়ার স্রোতে হ'চ্চে মনে ভয়,
বুঝি, তরণী তুফানে পড়ে জলমগ্ন হয়॥
মেঘেতে ঢেকেছে আকাশ, বিষম জোরে বইছে বাতাস
(ও ভাই) হা'ল ধরা আর পা'ল তোলা ভার
জীবন কিসে রয়?
বিজলীর ঐ খেলায় ভুলে, যাচ্ছ ভেসে নৌকা খুলে
(জেনো) তরঙ্গে ভাঙ্গিলে তরি মরিবে নিশ্চয়॥
আঘাত লেগেছে বুকে, হাত বুলালে ভুলিবে কে?
(এখন) এক মনে ভাই, দাঁড় টেনে যাও থাকিতে সময়॥
চোরা বালি কোথায় আছে, না জেনে তায় লাগাও পাছে
(এখন) রইলে ব'সে পরের আশায় ঘটিবে প্রলয়।
আঁধারে করেছে আকুল, বিশারদ আর দেখেনা কূল,
তরি, আল্‌গা দিলে উল্‌টে যাবে, হবে জলময়॥

আমার দেশ।

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ!
কেন গো মা তোর শুষ্ক বয়ান,
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ?
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ?
সপ্তকোটী সন্তান যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ!

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?
সপ্তকোটী মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন আমার দেশ।

উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা, মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগত ভক্তি প্রণত চরণে যার।
অশোক যাহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ—
তুইত না মাগো তাদের জননী তুইত না মাগো
তাদের দেশ?

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, ইত্যাদি।

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ—
তার কিনা এই ধূলায় শয়ন তার কিনা এই ছিন্ন বেশ?

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, ইত্যাদি।

উঠিল যেখানে মুরজ-মন্দ্রে নিমাই কণ্ঠে মধুর তান
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান,
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুইনা মা সেই ধন্য দেশ—
ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে তাদের রক্ত লেশ।

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, ইত্যাদি।

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘেরে আছে
আজি আঁধার ঘোর

কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার
ললাটে তোর
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা
নহি তো মেষ—
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, ইত্যাদি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

খাম্বাজ।

চাহে প্রাণ হামারো রহে কি যায়,
প্যায় বন্দে মাতরম্ কহবে ভায়।
যব অন্ত সময় হাম্ মুদি নয়ন,
পুনি যমকে জাল পরি করব শয়ন
তব বন্দে মাতরম্ কয় আধার।
মা লেহু গোদ্ মোহি ভুজ পসার।
চাহে মারো কেঁউ ন মোহি লাত্ তান।
মানাপমান মোরে সব্ সমান্
যো মাকি পীর সহ সকব্ বীর্
তো হোয় কবহুঁ হাম্ বীর্ ধীর্॥
লখি লাল টোপি অরু কারো কোট
অব্ আওর্ রহব না ভয় কি ওট্॥
চাহে পাকড়্ জোর্ লৈই জেল্ ঠেল্
পায়ে মাত চরণ সেবোঁ অগেল।
হাম্ নেহি মাতাকে য়্যাসে সুত,
যে ভয় ডর সে জাঁওয়ে মা ভুল॥
লখি রক্তপাত বাঢ়ে জোস ভায়

কে মাত ছড়ি যায় পালায় ॥
সহি বেত মার অরু কারাবাস্
চঢ়ি কাট চড়াই গল মাহিঁ ফাঁস্
হাম ধন্য হোব্ মাতাকে কাজে
সহি সকল পীর্ অরু লাঞ্ছনাদি।
জা মাকে অন্ন ভক্ষি চড়েউ গোদ
জল পিকে কিয়ে নানা প্রমোদ্
কা মাতু নাম সুমিরেসে ভায়
বোলো লাঞ্ছনাদি ভয় কঁহা রহায়
ইয়ে কহত বিশারদ ভুজ উঠায়
বিন্ কষ্ট্ নহে সুখ কোন তায়
ইয়ে অধম কষ্ট সহেনেকোতেয়ার
বোলো বন্দে মাতরম্ বার বার।

বেহাগ—একতালা।

দেশে কি রেখেছ আর ?
শুধু অশ্রুজল ঝরে অবিরল
দশদিক হতে শুনি হাহাকার ॥
বিলাস বাসনা জাগায়ে মানসে
যাছিল সকলি নিলে নিজবশে
নিরখি কেবল বাহিরে উজ্জ্বল
অন্তর অন্তরে নাহি অন্তঃসার

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

পরিশিষ্ট।

("কত কাল পরে" সঙ্গীতের উপসংহার।)

খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

নয়নে কি সহে, একলক্ষ দুখ পর রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ।
নিজ শোণিত শোষি, পরে পুষিলে ডুবিতে কুলশীল স্বধর্ম্ম দিলে।
পরবেশ নিলে, পর দেশ গেলে তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস বলে।
লভিয়ে বল বুদ্ধি' পরের বশে হত জীবন চা অহিফেন চষে।
শিখিলে যত জ্ঞান, নিশীথে জেগে উপযুক্ত হলো পর সেবা লেগে।
হলো চাকুরী সার, যথায় তথায় অপমান সদা কথায় কথায়।
শুনিবে বল কে, তব আপন কে পরদাস দশায় বধির সবে।
অহ। কে কহিবে এ, সুদীর্ঘ কথা সম সিন্ধু অপার ব্যথা।
কহিতে বুক চায়, দুভাগ হতে নয়নে উথলে জলস্রোত শতে।
কত নিগ্রহ নিত্য অশেষ মতে সহিতেছ চির ঘাট পথে।
নিজ ছায়া পড়ে, পর কায়ে যদা রহ ভীতপদে পথ পাশে সদা।
পড়িলে পর তুঙ্গ, তুরঙ্গ মুখে হয় চাবুক চূর্ণ কপাল বুকে।
কিংকরে গুণ গ্রাম, সহস্র ঘটে শির লুঠিলে না রুটি নাই ঘটে।
পরে ব্রহ্মবধে, তৃণ নাহি নড়ে তব ভ্রান্তি হলে ভূমিকম্প ধরে।
উলটে পৃথিবী, পরগা পরশে সুখ শান্তি লভে তব কায় রসে।
আজি যে টুকু মান, লভে কুকুরে ঘটে সেটুকু না তব বাসি নরে।
করি যেমন কাটিছ, রাত্র দিবা জীবনে মরণে বল ভেদ কিবা।
মন চায় কথায়, কোপীন পরি তব দুঃখ গেছে সব দেশ ঘুরি।
শিখিলে পর, শিক্ষিত জ্ঞান যত কিছু না কিছু না শুধু বাক্যগত।
মথিলে পর দেশজ আদি রসে তনু আপনি জর্জ্জর যার বিষে।
পরিণাম অসার, এ অন্ন ঝুরী শুধু কীট শরীর প্রবৃদ্ধকরী।
বহুরাশি পদার্থ, বুকে রহিতে কিছু আসিল না নিজ কায পথে।

পর হাতে পড়ে, উদরান্ন তরে মরিলে শুদু শদ মুখস্থ কোরে।
পদ পিচ্ছলি লো, তব জ্ঞান পথে হলো কুৎসিত গা উপহাস শতে
তব উন্নত, মস্তক কাল গত হলো প্রস্তর পুত্তল পায়ে মত
পর সাগর ভু, মথিছে অভয়ে তুমি মূর্চ্ছিত ভুত পিশাচ ভয়ে।
কি কার্য্য করে, পশু কীট বনে তব যুদ্ধ কদাচন ভ্রাতৃগণে।
কত দেশ বসে, অবনী ভিতরে তব তুলা তিরস্কৃত কে অপরে।
সব আত্ম বশে, নিজ বাহু বলে সুখ ভোগ করে বসি শত্রু দলে।
তব নির্ভর, নিত্য পরের করে অশনে বসনে গমনের তরে।
যদি দেয় পরে, স্বরগের সুখে তবু শ্লাঘ্য নহে স্ববশের দুখে।
সুখ যে উপজে, অনধীন জনে পুছ রে পশুকীট বিহঙ্গগণে।
নিজ মাতৃ দুধে, পরিপুষ্ট জনে পর লালিত পায় কি পার রণে।
বন বর্ব্বর ও, স্ববশত্ব খুঁজে তবু ভারত সে সব নাহি বুঝে।

৺গোবিন্দচন্দ্র রায়।

("নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা" সঙ্গীতের উপসংহার।)

লগ্নী—খং

যে মুরলী-রবে নিবিড় নিশীথে,
উন্মাদিত ব্রজবালা ও
আকুল প্রাণে তব তট-পানে,
ধাইত বর সন্ধানে ও।
বর্দ্ধিত বিরহে, শ্বাস-পবন কত,
বিরচিতো বলি তব হৃদয়ে ও।
সুন্দর-সমাগমে, পুন এই দর্পনে,
প্রতিবিম্বিতো সিত হাসি ও।
সে সব কৌতুক, কাল কবল আজি,
লেশ না রাখিলে শেষ ও।

কই সেই গৌরব, নিকুঞ্জ-সৌরভ
হ'লো পরিণত শত কাহিনী।
কত শত ধারে, এ উভ পারে,
পাঠান, আফগান, মোগল ও।
ঢালিল সেনা, ত্রাসি নিবাসী,
ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও।
অহো! কি কু দিবস গ্রাসিল রাহু,
মোচন হইল না আর ও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলাট পালট,
লুট নিল যা ছিল সার ও।

সে দিন হইতে, অন্ধ মনোগৃহ,
পরবল-অর্গল-পাতে ও।
সে দিন হইতে শ্মশান ভারত,
পর অসি-ঘাত-নিপাতে ও।
সে দিন হইতে, তব জল তরঙ্গে,
পরশে না কুলবালা ও।
সে দিন হইতে, ভারত নারী,
অবরোধে অবরোধিত ও।
সে দিন হইতে, তব তট-গগনে,
নূপুর-নাদ বিনীরব ও।
সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
যে দিন ভারত বন্ধন ও।
এ পয়ঃ-পারে, কত কত জাতীয়,
ভাতিল কত শত রাজা ও।
আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য,
রচি ঘর কত পরিপাটী ও।
কত শত দুর্জ্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব তট দে... ও।
নগর-প্রাচীরে ঘেরিল শেষে,
চির-যুগ সম্ভোগ আশে ও।
উপহসি সবে, মানব-গর্ব্বে
কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ গড় পুঞ্জে, কতিপয় ভুঞ্জে,
রাখিল কার বিকলাকৃতি ও।
ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে,
গৃহবর ...ম শরীরে ও।

এর অলিন্দে, সুন্দরী বৃন্দে,
মোগল নরপতি-কেশরী ও।
বসি ও মর্ম্মরে, উল্লাস অন্তরে,
তৌলিত মোহন রূপে ও।
কভু এ গবাক্ষে কৌতুক চক্ষে,
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও।
নিম্ন প্রদেশে, সে গজ যুদ্ধে,
ভীষণ প্রাণ বিনাশক ও।
এ ঘর-মাঝে, নারী সমাজে,
বসি কভু খেলিত চৌরস ও।
রাখিত পাশে, সে তরবারি,
কাফর-কণ্ঠ-বিদারী ও।
কৈ ? সব আজি, সময়-সমুদ্রে,
মজ্জিত সহ শত আগা ও।
দেখিল শত শত, হ'লো কি নিবারিত,
নিষ্ঠুর মনুজ-পিপাসা ও।
সে গৃহ-পাশে কাঁপিত ত্রাসে,
ভূপতি-পদবিক্ষেপে ও।
সে সব ভবনে, কত শত অধমে,
পুরিছে মূত্র পুরীষে ও।
যে ঘর মধ্যে, সুরভি সমুদ্ধে,
সম্মোহিত-চিত্ত কান্ত ও।
সে সব সদনে, উদ্ভবে বদনে,
পূতিগন্ধ বিকিরণ ও।
যে গৃহ-অঙ্গে, বহুবিধ রঙ্গে,
বিখচিত ছিল মণিরাজি ও।

সে সব কালে, হবি এক কালে,
ঢাকিল লূতা-জালে ও।
দেখিছ যে সব, উজ্জ্বল লেখা,
সে গত যৌবন-রেখা ও।
ঐ তব তীরে, শুভ্র শরীরে,
দণ্ডায়িত গৃহ-রাজ ও!
যার স্বরূপে, দিকদিক হইতে,
কর্ষে মনুজ সমাজে ও।
কত নর-পঞ্জরে, নির্ম্মিল ইহারে,
শোষি শোণিত কোষে ও!
দর্শাইতে সব, দর্শক লোকে,
প্রমদা-গৌরব শেষে ও।

অহো! কত কাল, রবে এ জীবিত
তটিনি! তট তব শোভি ও।
ভূষণ হইয়ে, তব জল নীলে,
ব্যাপ্তিতে মন-অভিলাষে ও।
হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে,
পরিমিত স্থির পরমায়ু ও।
রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে,
আকাশে শুধু বায়ু ও।
যদি এই শেষ, রবে সব শেষ,
জীবন-স্বপন প্রভাতে ও।
তনু মন ক্ষয়িয়ে, দুখ শত সইয়ে,
চরিছে লোক কি আশে ও।

৺গোবিন্দচন্দ্র রায়।

বন্দেমাতরম্।

ভবানীপুর স্বদেশ সেবক সম্প্রদায়ের জন্য প্রস্তুত স্বরগ্রাম।

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালী।

স স ধ নি ধ প ম গ ম ঋ ঋ স স
ব ন্দে ০ ০ ০ ০ মা ০ ০ ০ ত র ম্।

স স ম গ গ ঋ ম গ ম প প প প
সু জ লাং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সু ফ লাং

প প প গ প ধ প ম ম গ ম ঋ ম গ
ম ল য় জ শী ত লাং শ স্য ০ ০ ০ ০ ০

ম প প ধ প ম গ ম ঋ স স স
০ ০ শ্যা ম লাং মা ০ ০ ০ ত র ম্।

ম প নি স স স স ঋ ঋ নি নি স
শু ০ ভ্র জ্যোৎ স্না পু ল কি ত, যা [illegible] নি

স্বরগ্রাম।

স স স ঋ ম গ ম ঋ ঋ স স স স

নী ম্ কু ল ০ ০ ০ কু সু মি ত দ্রু ' ম

ঋ স স নি ধ প | ম গ ম ঋ ম গ ম

০ দ ল শো ভি নীম্ সু হা ০ ০ ০ ০ ০

প প প প প প প ধ প স স স নি

সি নীং সু ম ধু র ভা ষি নীম্ সু খ দাং ব

নি নি ধ প ম গ ম ঋ ঋ স স ||

র দাং ০ ০ মা ০ ০ ০ ত র ম্।

স স ম গ ম গ ম ম ম ম প প প

স প্ত কো টি ক ণ্ঠ ক ল ক ল নি না দ

ম প ধ ধ প ধ স স স স স স স

ক রা ০ লে দ্বি স প্ত কো টি ভু জৈ র্ধৃ ত

নি নি নি নি ধ প | ম ম ম গ ম ঋ গ

খ র ক র বা লে অ ব লা ০ ০ ০ ০

ম ম প প প প প প ধ প স স স

০ [illegible] কে ন মা এ ত ' ব লে ০; ব হু ব

স্বরগ্রাম।

স স স স নি নি নি নি নি নি ধ ধ
জ ধা রি ণীং ন মা মি তা রি ণীং রি পু

ধ ধ প প প ম গ ম ঋ ঋ স স
দ ল বা রি ণীং মা ০ ০ ০ ত র ম্।

স স ম গ ম ঋ ম গ ম প প প প ম
তু মি বি ০ ০ ০ ০ ০ ০ দ্যা তু মি ধ ০

প ধ প স স নি ধ প ম গ ম ঋ স
০ ০ র্ম্ম তু মি ০ হৃ দি তু মি ০ ম র্ম্ম

স স ম গ ম ঋ ম গ ম প প প ধ
ত্বং হি প্রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণাঃ শ রী ০

প | ম প নি স স স স স স স স ঋ
রে বা হু তে ০ তু মি মা শ ক্তি হৃ দ ০

স নি নি নি নি ধ প ম ম গ ম ঋ ম
য়ে ০ তু মি মা ভ ক্তি তো মা ০ ০ ০ ০

গ ম প প প প প প প ধ প ম ম
০ ০ রি প্র তি মা গ ড়ি ম ন্দি রে ম ন্দি

ম গ ম ঋ স | স স ম গ ম ঋ ম গ

রে ০ ০ ০ ০ স্বং হি তু ০ ০ ০ ০ ০

ম প প প প প প প প প ধ প ধ

০ র্গা দ শ প্র হ র ণ ধা রি ণী ক ম

প ধ স নি নি নি নি নি ধ ধ প প ম

লা ০ ০ ক ম ল দ ল বি হা রি ণী বা

ম গ ম ঋ ম গ ম প প প ধ প ম ম

ণী ০ ০ ০ ০ ০ ০ বি দ্যা দা য়ি নী ন মা

গ ম ঋ স |

০ ০ মি ত্বাং

স স ম গ ম ঋ ম গ ম প প প প ম

ন মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মি ক ম লাং অ

ম প ধ প প ধ নি ধ নি স নি নি নি

ম ০ লাং অ তু ০ লাং সু জ লাং সু ফ লাং

ধ প ম গ ম ঋ ঋ স স

০ ০ মা ০ ০ ০ ত র ম্।

স ম গ ম প প ধ প প |

ব ন্দে ০ ০ ০ মা ত র ম্।

ম প ধ ধ প প ধ নি নি সঁ সঁ

শ্যা ০ ম লাং স র ০ লাং স্থ স্মি তাং

নি নি নি ধ ধ ধ প প প ধ প ম গ

ভূ ষি তাং ধ র ণীং ভ র ণীং ০ ০ মা ০

ম ঋ ঋ স স ‖

০ ০ ভ র ম্।

শ্রীরাইচরণ মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীতাধ্যাপক।

খাম্বাজ—চৌতাল।

আস্থায়ী।

+ ০ ১ ০ ১ ২

নি সঁ নি সঁ সঁ নি সঁ ঋ সঁ নি ধ ধ |

নী তি ব ন্ধ ন ক রো ০ না ল জ্ঞ ন

+ ০ ১ ০ ১ ২

ম প প ধ নি ধ ম প প ধ প ম গ ম |

রা জ ধ র্ম্ম সা র প্র জা র ০ ০ র ঞ্জ ন

\+ ০ ১ ০ ১ ২
স স ম গ ম ম প ধ ন সং ন সং
হ ই য়ে র ক্ষ ক হ য়ো না ভ ক্ষ ক

\+ ০ ১ ০ ১ ২
ঋং গং মং গং ঋং সং নং সং ঋং সং নিং প ধ ||
অ বি চা রে রা জ্য থা কে না ক খ ০ ন।

অন্তরা।

\+ ০ ১ ০ ১ ২
ম ম ধ ধ ধ ন সং সং সং ন সং
ক রে ছ ক লু ষে এ রা জ্য অ র্জ্জন

\+ ০ ১ ০ ১ ২
ন সং ঋং ঋং গং ঋং সং ন সং ঋং সং নি ধ
ক লু ষ ক ০ ল্ম ষে ক রো ০ না শা সন

\+ ০ ১ ০ ১ ২
ম ম ম গ ম ম প ধ ন সং ন সং
অ বা ধে হ বে না দু র্ব্ব ল দ ল ন

\+ ০ ১ ০ ১ ২
ঋং গং মং গং ঋং সং ন সং ঋং সং নি ধ প ||
দু র্ব্ব লে র ব ল নি জ্য ০ নি র ঞ্জ ন।

সঞ্চারী ।

+ ০ ১ ০ ১ ২

র্স র্স র্স নি র্ঋ র্স নি র্স র্ঋ র্স নি র্ধ ধ

ধ্বং স কং সা স্থু র য ছু ০ বং শ ক ল

ম প প প নি ধ ম প ধ প ম গ ম

চ ন্দ্র সূ র্যা বং শ গে ছে স্ব ০ সা ত ল

+ ০ ১ ০ ১ ২

র্স স ম ম গ ম প ধ নি ধ প ম গ

গৌ র ব বি হ ন পা ঠা ০ ন মো গ ল

+ ০ ১ ০ ১ ২

প প নি ধ প গ ম প প নি নি র্স র্স

হ য় পা প ০ প থে স বা র প ভ ন:—

আভোগ ।

+ ০ ১ ০ ১ ২

ম ম ধ ধ ধ নি র্স র্স র্স নি র্স

কা ল জ ল ধি ভে স ল বি শ্ব প্রায়

+ ০ ১ ০ ১ ২

নি স র্ঋ র্ঋ গ র্ঋ স নি র্স র্ঋ র্স নি ধ

উ ঠে ক ভ ০ শ ক্তি ক ত ০ দি গ্ন যায়

\+ ০ ১ ০ ১ ২

ম ম ম গ ম ম প ধ নি স নি সঁ ।

গো ম রা কি ছি লে উ ঠে ছ কো থা য়

\+ ০ ১ ০ ১ ২

ঋঁ গঁ মঁ গঁ ঋঁ সঁ নি স ঋঁ সঁ নি পঁ ধ ॥

আ বা র প ড লে লা গে ০ ক ত ক্ষ ণ।

আগমনী।

বাহার—ধামার।

| ধ ধঁ নি প ম ম মঁ ম ম প ম গঁ ম

দ ণ্ড ০ দি তে চ ণ্ড মু ণ্ডে ০ এ স চ

ধ নি প পঁ স নি সঁ | ধ ধঁ ধ ধ নি সঁ

ণ্ডি ০ যু গা ০ স্থ রে। পা ব ণ্ড প্র ০ চ

সঁ গঁ ঋঁ সঁ সঁ নিঁ ধ ধ নি প সঁ নি সঁ |

ণ্ড ০ ব লে অ ঙ্গ খ ণ্ড ০ খ ণ্ড ক রে।

ধ ধঁ ধ ধ নি নি সঁ সঁ সঁ নি সঁ ঋঁ ঋঁ

হু ঙ্কা রে আ ০ ত ঙ্কে ম রি শ ঙ্কা না শ

গ ঋ স ন স স স গ গ গ ম ঋ স
০ শু. ভ ঙ্ক রি এ ব্র হ্মা ও লও ০ ভ ও

স নি ধ ধ নি প স ন স ||
দে ভা প দ ০ দ ও ভ রে।

আমার যায় যাবে জীবন চ'লে।

গ গ ম ম ম প ম গ ঋ স স স স
মা গো যা য় যে ন জী বন চ লে', শু ধু জগ

ঋ স স স ঋ স নি স স গ গ ম ম প
ৎ মা ঝে তোমা র কা জে ব ন্দে মা ত রম্ ব লে।

প প ম প ন ন স স স নি ধ নি স
(যখন) মু দে ন য়ন ক র বো শ য় ন শ

স গ ঋ স নি নি স ঋ স প প প ধ
ম ০ নের সেই শেষ জ্ঞা'লে ০ ০ ত খ ন স ০

সঁ সঁ সঁ ধঁ ধঁ নি ধঁ পঁ মঁ মঁ গঁ গঁ মঁ
বই আ মার হ বে ০ আঁ ধার স্থান দি ও না ঐ

মঁ পঁ ॥
কো লে।

হাম্বির—কাওয়ালী।

আস্থায়ী।

১ | + ৩
ধ প ম গ ম | ধ ধ ধ ন ধ নি স ন
ন বী ন ০ এ অ নু ০ ০ ০ ০ ০ রা

০ ১ | + ৩
ধ প ম ম গ ম ধ প | ম গ ম গ প
গ ০ রা থ রা ০ ০ থ ম নে ০ ০ ০

০ ১
প ম গ ঋ সঁ স সঁ ম গ ম প প |
০ ০ ০ রা খ। উ ঠে ছ ০ ০ ০ আ

+ ৩ ০ ১ | + ৩
প প ধঁ ন ধ সঁ সঁ ধঁ সঁ ঋঁ | সঁ সঁ
বে গ ভ ০ রে ০ দু দি নে তা ভু লো

০
সঁ সঁ নঁ সঁ ধ প ॥
না কো ০ ০ ০ ০।

অন্তরা।

১ | + ৩
প পঁ ধ ন ধ সঁ | ঋঁ সঁ ধঁ ন সঁ ঋঁ সঁ
খু লি য়া ০ ০ মু দি ত ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ | + ৩ ০
সঁ সঁ সঁ ধঁ সঁ সঁ | ঋঁ সঁ সঁ সঁ নি সঁ
আঁ খি ন ব ভা ব ০ ম নে রা খি ০

১ | + ৩ ০
ধ প ধ পঁ ম গ গ | ধঁ ধ ধঁ নি ধ সঁ সঁ
০ ০ বা রে ক ০ জে গে ছ য ০ দি ০ এ

১ | + ৩ ০ ||
ধঁ সঁ ঋঁ | সঁ সঁ সঁ সঁ নি সঁ ধ প ||
ই ভা বে জে গে থা ক ০ ০ ০ ০।

সঞ্চারী।

১ | + ৩ ০
স সঁ ধ নি ধ সি | পঁ ধ প ম প ম
যে শি খা ০ জ্ব ০ লে ০ ছে প্রা ণে বি

১ | + ৩
মঁ গ ম ধ প | মঁ গ মঁ গ প প ম গ
লু বি ০ ০ লু প্তে হ ে ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ | + ৩

ঋ সঁ স সঁ ম গ ম | পঁ প ধঁ নি ধ সঁ

দা নে দী প্ত রে খো ০ সু প্ত হ ০ রে ০

০ ১ | + ৩ ০

ম গঁ ম ধ প | মঁ গ ম ঋঁ স ||

নি বা রো ০ না তা ০ ০ ০ য়—

আভোগ।

১ | + ৩

প পঁ ধ নি ধ সঁ | ঋঁ সঁ ধঁ নি সঁ ঋঁ সঁ

এ শি খা ০ ০ নি বি লে ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ | + ৩ ০

সঁ সঁ সঁ ধঁ সঁ সঁ | ঋঁ সঁ সঁ সঁ সঁ নি সঁ

প রে জ্ব লি বে না ০ যু গা স্ত রে ০ ০

১ | + ৩ ০

ধ প ধ পঁ ম গ ম | ধঁ ধ ধঁ নি ধ সঁ

০ ০ বি শা য় ০ দ অ ন্ধ কা ০ রে ০

১ | + ৩ ০

সঁ ধঁ সঁ সঁ | ঋঁ সঁ সঁ সঁ সঁ নি সঁ ধ প ||

তা হা রে আ ০ লো কে ডা ক ০ ০ ০ য়।

দুর্ভিক্ষ-গীতি।

(১)

এখন, ভেয়ের দ্বারে ভাই ভিখারী
অনাহারী ভেয়ের তরে।
তোমার বিলাস আছে, বিরাম আছে
না খেয়ে যে ও ভাই মরে॥

বড় সাধের ছেলে মেয়ে—
ও সে থাকতে নারে সে মুখ চেয়ে,
কষ্ট দেখে পাগল হয়ে
তাদের জীবন নষ্ট করে।

তাদের কেটে নিজের হাতে
পার করে দেয় যাতনাতে
কেউ আত্মনাশে ক্ষুধানাশে
শুনচো বসে কেমন করে’?

পড়বে পাকা বটের ফল
করে সেই আশা সম্বল,—
পেটের জ্বালায় গাছের তলায়
ছেলের দল বেড়ায় ঘুরে॥

তোমার ভেয়ের চক্ষে ধারা
ও সে কেঁদে কেঁদে হচ্চে সারা,
পাতা লতা ফল মূলে লোভ
তাও জোটে না পেটটা ভরে’।

হায়! বিধাতা বিমুখ বলে'
বিমুখ দেখি মহীপালে
বিদেশবাসী শুন্‌বে কেন
ভাই যদি না দেখে ফিরে।

টাঙ্গাইলের আশে পাশে
ভাই রয়েছে উপবাসে,
কত, কচ্ছে খুন আত্মহত্যা
বরিশাল আর ফরিদপুরে

প্রাণ থাকেত ভিক্ষাদানে
একটী প্রাণী বাঁচাও প্রাণে
ভাই যদি না ভাইকে দেখে
দয়া কেন করবে পরে?

মুসলমানী-বাঙ্গালা।

(২)

কোথা আমার পাক্ পারোয়ার এলাহি আলমিন।
মুস্কিলে হলোনা আসান, সার হলো হায় ডোরকপীন ॥

মরচি জ্বলে পেটের জ্বালায়
কি খাব তার নাইকো উপায়
চাইনে দৌলত তালুক মুলুক
খানা বেগর শরীর ক্ষীণ ॥

কি দিব সবারে খেতে
সঁপে দিলাম তোমার হাতে,
জীব দিয়েছ খোদা তালা,
কবরে যাই জীবন হীন ॥

শুনিতেছি বিবি আবজান
আপনি দেছে আপনার জান
ইমানদ্দি ইমান ভুলে
ছাবাল কেটে শুধলে ঋণ ॥

কত সক্‌স হায় হামেহাল
ছেড়ে পালায় জরু ছাবাল
ভিক্ষামুটো দেয়বা কেটা
সকল মিঞাই পরাধীন ॥

সায়ের বলে মিছে দ্বন্দ্ব
এ মুলুকের মালিক অন্ধ
বিদেশী মাল কর বন্ধ
জুটবে রুটি কাটবে দিন ॥

খাম্বাজ—চৌতাল।

নীতি বন্ধন করো না লঙ্ঘন
রাজ ধর্ম্ম সার প্রজার রঞ্জন
হইয়ে রক্ষক হয়ো না ভক্ষক
অবিচারে রাজ্য থাকে না কখন

করেছ কলুষে এ রাজ্য অর্জ্জন
কলুষ কল্মষে করো না শাসন
অবাধে হবে না দুর্ব্বল দলন
দুর্ব্বলের বল নিত্য নিরঞ্জন।

ধ্বংস কংসাসুর যদুবংশ দল
চন্দ্র সূর্য্যবংশ গেছে রসাতল
গৌরব বিহীন পাঠান মোগল
হয় পাপ পথে সবার পতন।

কাল জলধিতে জলবিম্ব প্রায়
উঠে কত শক্তি কত মিশে যায়
তোমরা কি ছিলে উঠেছ কোথায়
আবার পতনে লাগে কতক্ষণ।